BCS প্রিলি. লেকচার শিট বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

লেকচার ০৩

Lecture Contents

মধ্যযুগের সাহিত্য-২

- ❑ অনুবাদ সাহিত্য
- ❑ রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান
- ❑ রোসাঙ্গ রাজসভায় বাংলা সাহিত্য

মধ্যযুগের সাহিত্য-৩

- ❑ লোকসাহিত্য (গীতিকা, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, হেঁয়ালি, রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, লোকগীতি)
- ❑ শায়ের ও কবিওয়ালা, পুঁথিসাহিত্য, নাথসাহিত্য, মর্সিয়া সাহিত্য
- ❑ মধ্যযুগের সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক

মধ্যযুগের সাহিত্য-২

অনুবাদ সাহিত্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অনুবাদ সাহিত্য। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থের অনুবাদের মাধ্যমে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে একটি ধারা গড়ে ওঠে যা 'অনুবাদ সাহিত্য' নামে পরিচিত।

মধ্যযুগের কোন অনুবাদই আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ। কবিরা মূল কাহিনি ঠিক রেখে মাঝে মাঝে নিজের মনের কথা বসিয়ে দিয়েছেন। এ অনুবাদ সাহিত্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল– একই গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন অনেক কবি। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ হয়েছে মুলত–

- ♦ সংস্কৃত থেকে
- ♦ হিন্দি থেকে
- ♦ আরবি থেকে
- ♦ ফারসি থেকে

[অনুবাদ সাহিত্যে হিন্দু লেখকদের অনুবাদকৃত সাহিত্যের নাম 'সাহিত্যের কথা'। আর মুসলমান সাহিত্যিকদের অনুবাদকৃত সাহিত্যের নাম 'রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান']

❑ সংস্কৃত থেকে অনুবাদ

গ্রন্থ	অনুবাদক	মূলগ্রন্থ
রামায়ণ	কৃত্তিবাস	রামায়ণ (বাল্মীকি)
মহাভারত	কবীন্দ্র পরমেশ্বর	মহাভারত (বেদব্যাস)
ভাগবত	মালাধর বসু	ভাগবত পুরাণ

গ্রন্থ	অনুবাদক	মূলগ্রন্থ
বিদ্যাসুন্দর	সাবিরিদ খান	বিদ্যাসুন্দরম (বররুচি)
গোবিন্দবিলাস	যদুনন্দন দাস	গোবিন্দলীলামৃত (কৃষ্ণদাস কবিরাজ)
হংসদূত	নরসিংহ দাস ও নরোত্তম দাস	হংসদূত (রূপ গোস্বামী)
রসকদম্ব	যদুনন্দন দাস	বিদগ্ধমাধব (রূপ গোস্বামী)

রামায়ণ

রামচরিত-অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ লিখেছেন বাল্মীকি। বাল্মীকির মূল নাম দস্যু রত্নাকর। সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত এবং চব্বিশ হাজার অনুষ্টুপ (সংস্কৃত ছন্দ বিশেষ) শ্লোকে রচিত হয়েছে সুবৃহৎ বাল্মীকি-রামায়ণ। অনেকের অনুমান, সপ্তকাণ্ডের প্রথম কাণ্ডে (বালকা) এবং শেষকাণ্ড (উত্তরকা) বাল্মীকির রচনা নয়। কারণ, বাকি পাঁচটি কাণ্ডে কাহিনী সুসংহত ও মহাকাব্যে রচিত।

- ❍ রামায়ণের প্রথম অনুবাদক পনের শতকের কবি কৃত্তিবাস ওঝা। তিনি হলেন প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুলপঠিত কাব্য। তিনি রামায়ণের মূল কাহিনীতে সামান্য পরিবর্তন এনেছিলেন এবং চরিত্রগুলোতে বাঙালি বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করেছিলেন। এ কারণে বাংলায় তার কাব্য অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। এটি প্রথম মুদ্রিত হয় ১৮০২-১৮০৩ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারি ছাপাখানায় উইলিয়াম কেরির উদ্যোগে।

- সতেরো শতকের কবি চন্দ্রাবতী রামায়ণ অনুবাদ করেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি। চন্দ্রাবতী হলেন মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাসের বিদুষী কন্যা।

মহাভারত

- সংস্কৃত ভাষায় মহাভারত রচিত হয়। মহাভারতের মূল রচয়িতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস।
- মহাভারতের প্রথম অনুবাদক ষোল শতকের কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর। তার কাব্য 'পরাগলী মহাভারত' নামে সমধিক পরিচিত। গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের অমাত্য পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি মহাভারত অনুবাদ করেন। পরাগলী মহাভারত ১৮টি পর্বে বিভক্ত মহাভারতে শ্লোক সংখ্যা ৮৫,০০০টি।
  এরপর মহাভারতের আংশিক (অশ্বমেধ পর্ব) বাংলা অনুবাদ করেন শ্রীকর নন্দী। তার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পরাগল খানের পুত্র ছুটি খান। তার মহাভারত ছুটিখানি মহাভারত নামে পরিচিত। তিনি বেদব্যাস রচিত মহাভারতের অনুবাদ করেননি। বেদব্যাসের শিষ্য জৈমিনি রচিত, জৈমিনি ভারত কাব্যের অনুবাদ করেন। জৈমিনি-ভারত মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব অনুসরণে রচিত।
- সতের শতকের কবি কাশীরাম দাস হলেন মহাভারতের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় অনুবাদক। কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' এর দুটি বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি-

> "মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
> কাশীরাম দাস কহে শোনে পুণ্যবান॥"

ভাগবত

হিন্দুধর্মের এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন মালাধর বসু। এজন্য তিনি গুণরাজ খান উপাধি লাভ করেন। তার ভাগবতের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।

হিন্দি থেকে অনুবাদ

গ্রন্থ	অনুবাদক	মূলগ্রন্থ	সময়
মধুমালতী	মুহম্মদ কবীর	মদুমালৎ (মনঝন)	১৬ শতক
সতীময়না লোরচন্দ্রানী (১ম, ২য়)	দৌলত কাজী	মৈনাসত (সাধন)	সতের শতক
সতীময়না লোরচন্দ্রানী (৩য় খণ্ড)	আলাওল	মৈনাসত (সাধন)	
পদ্মাবতী	আলাওল	পদুমাবৎ (মালিক মুহাম্মদ জায়সী)	
মৃগাবতী	মুহম্মদ মুকীম	মৃগাবত (কুতবন)	অষ্টাদশ শতক
মধুমালতী	সৈয়দ হামজা	মধুমালৎ (মনঝন)	

আরবি থেকে অনুবাদ

গ্রন্থ	অনুবাদক	মূলগ্রন্থ	সময়
সায়াৎনামা	মুজাম্মিল	ইলমুস-সায়াৎ	পঞ্চদশ শতক
নবীবংশ	সৈয়দ সুলতান	কাসাসুল আম্বিয়া	ষোড়শ শতক
আম্বিয়াবাণী	হেয়াত মামুদ	কাসাসুল আম্বিয়া	অষ্টাদশ শতক

ফারসি থেকে অনুবাদ

গ্রন্থ	অনুবাদক	মূলগ্রন্থ	সময়
ইউসুফ জুলেখা	শাহ মুহম্মদ সগীর	ইউসুফ ওয়া জুলায়খা (কবি জামী)	১৫ শতক
রসুল বিজয়	জয়েন উদ্দিন	অজ্ঞাত	
লাইলী মজনু	দৌলত উজির বাহরাম খান	লায়লা ওয়া মজনুন (নিজামী)	ষোড়শ শতক
হানিফা ও কয়রাপরী	সাবিরিদ খান	(অজ্ঞাত)	
সয়ফুলমুলক-বদিউজ্জামাল	আলাওল, দোনা গাজী চৌধুরী	আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা	সতের শতক
হপ্তপয়কর	আলাওল, ইব্রাহিম	হপ্তপয়কর (কবি নিজামী)	
সিকান্দারনামা	আলাওল	সিকান্দারনামা (কবি নিজামী)	
জেবলমুলুক শামারুখ	সৈয়দ মুহম্মদ আকবর	(অজ্ঞাত)	
গুলে বকাওলী	নওয়াজিশ খান	তাজুলমূলক গুল-ই বকাওলী (ইজ্জতুল্লাহ)	
নসিহৎনামা	আবদুল হাকিম, শেখ পরান	(অজ্ঞাত)	
সিহাবুদ্দীন নামা	আব্দুল হাকিম	(অজ্ঞাত)	
নূরনামা	আব্দুল হাকিম	(অজ্ঞাত)	
তুতীনামা	মুহম্মদ নকী	তুতীনামা (কাদির বখ্‌স)	
জঙ্গনামা	ফকীর গরীবুল্লাহ		অষ্টাদশ শতক
মকতুল হোসেন	মুহম্মদ খান, ফকির গরীবুল্লাহ	(অজ্ঞাত)	
গুলে বকাওলী	মুহম্মদ মুকীম	তাজুলমূলক গুল-ই বকাওলী (ইজ্জতুল্লাহ)	
হাতেম তাই	সৈয়দ হামজা সাদতুল্লাহ	হাতেম তাই	
গদা-মল্লিকা	শেখ সাদী (ত্রিপুরার অধিবাসী)	গদা মল্লিকা	

এক কথায় উত্তর

১. মুসলমান সাহিত্যিকদের অনুবাদকৃত সাহিত্যের নাম কী?
উত্তর: রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান।

২. মহাভারতের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় অনুবাদক কে?
উত্তর: কাশীরাম দাস।

৩. 'পদ্মাবতী' গ্রন্থটি কে অনুবাদ করেন?
উত্তর: আলাওল।

৪. কখন অনুবাদ সাহিত্যে ধারা গড়ে ওঠে?
উত্তর: পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে।

৫. হিন্দু লেখকদের অনুবাদকৃত সাহিত্যের নাম কী?
উত্তর: সাহিত্যের কথা।

৬. মহাভারত প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন কে?
উত্তর: কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

৭. কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে মহাভারত রচনায় পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন কে?
উত্তর: পরাগল খান।

৮. মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে?
উত্তর: কাশীরাম দাস।

৯. 'ছুটিখানী মহাভারত' কে রচনা করেন?
উত্তর: শ্রীকর নন্দী।

১০. 'বাল্মীক' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: উইপোকার ঢিবি।

১১. রামায়ণের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে?
উত্তর: কৃত্তিবাস ওঝা।

১২. রামায়ণের প্রথম মহিলা অনুবাদক কে?
উত্তর: চন্দ্রাবতী।

১৩. 'ভাগবত' বাংলায় কে অনুবাদ করেন?
উত্তর: মালাধর বসু।

১৪. মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান' উপাধি প্রদান করেন কে?
উত্তর: শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ।

১৫. 'বিদ্যাসুন্দর' কে অনুবাদ করেন?
উত্তর: সাবিরিদ খান।

১৬. মুহম্মদ কবীর অনুদিত 'মধুমালতী' মূলকাব্য গ্রন্থের নাম কী?
উত্তর: মদুমালৎ (মনঝন)।

১৭. 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' মূলগ্রন্থের নাম কী?
উত্তর: মৈনাসত (সাধন)।

১৮. কার কাব্যে অবলম্বনে আলাওল 'পদ্মাবতী' রচনা করেন?
উত্তর: মালিক মুহাম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' অবলম্বনে।

১৯. 'নবীবংশ' কে অনুবাদ করেন?
উত্তর: সৈয়দ সুলতান।

২০. 'ইউসুফ জুলেখা' গ্রন্থের অনুবাদক কে?
উত্তর: শাহ মুহম্মদ সগীর।

২১. দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লাইলী মজনু' কোন ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়?
উত্তর: ফারসি।

২২. আরবি থেকে অনুদিত গ্রন্থ কোনগুলো?
উত্তর: সায়াৎনামা, নবীবংশ, আম্বিয়াবাণী।

২৩. 'রসুল বিজয়' কে অনুবাদ করেন?
উত্তর: জয়েন উদ্দিন।

২৪. 'সিকান্দারনামা' কে অনুবাদ করেন?
উত্তর: আলাওল।

২৫. 'গুলে বকাওলী' অনুবাদ করেন কে কে?
উত্তর: নওয়াজিশ খান, মুহম্মদ মুকীম।

২৬. কোন ভাষা থেকে 'ইউসুফ জুলেখা' অনুবাদ করা হয়?
উত্তর: ফারসি।

২৭. 'হাতেম তাই' কে অনুবাদ করেন?
উত্তর: সৈয়দ হামজা।

২৮. "মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।"-চরণ দুটির রচয়িতা কে?
উত্তর: কাশীরাম দাস।

২৯. কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নাম বেদব্যাস হয়েছিল কেন?
উত্তর: বেদ এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন বলে।

৩০. কোরআন শরীফের অনুবাদক গিরিশচন্দ্র সেনের বাড়ি কোন জেলায়?
উত্তর: নরসিংদী জেলায়।

৩১. 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' এর রচয়িতা কে?
উত্তর: মালাধর বসু।

৩২. মহাভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় অনুবাদক কে? তিনি কোন শতকের কবি?
উত্তর: কাশীরাম দাস। তিনি সপ্তদশ শতকের কবি।

৩৩. হিন্দুধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'ভগবত' বাংলায় অনুবাদ করেন কে? তাঁর গ্রন্থের নাম কী?
উত্তর: মালাধর বসু। তার অনুবাদ গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'।

৩৪. বাংলা অনুবাদ কাব্যের সূচনা কোন যুগে হয়?
উত্তর: মধ্যযুগ।

৩৫. মধ্যযুগের মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতার নাম কী?
উত্তর: দ্বিজ বংশীদাস।

৩৬. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি কে?
উত্তর: চন্দ্রাবতী।

৩৭. কাশীরাম দাস কোন গ্রন্থের অনুবাদক?
উত্তর: মহাভারত।

৩৮. রামায়ণের মূল রচয়িতা কে? এটি কোন ভাষায় রচিত?
উত্তর: বাল্মীকি। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

৩৯. রামায়ণ কত খণ্ডে বিভক্ত ও শ্লোক সংখ্যা কত?
উত্তর: ৭ খণ্ডে রচিত। এর শ্লোক সংখ্যা ২৪০০০।

৪০. রামায়ণের প্রথম মহিলা অনুবাদক কবি কে? তার পরিচয় কী?
উত্তর: চন্দ্রাবতী। তিনি মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজবংশীদাসের কন্যা।

৪১. মহাভারতের মূল রচয়িতা কে? এটি কোন ভাষায় রচিত?
উত্তর: কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ঋষি বেদব্যাস। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

৪২. মহাভারতে কতটি খণ্ড ও শ্লোক সংখ্যা কত?
উত্তর: ১৮ খণ্ড রয়েছে। এতে ৮৫০০০ শ্লোক রয়েছে।

৪৩. মহাভারতের আদি অনুবাদক কে?
উত্তর: কবীন্দ্র পরমেশ্বর। তার কাব্যের নাম পরাগলী মহাভারত।

৪৪. ভাগবতের মূল রচয়িতা কে? কোন ভাষায় রচিত?
উত্তর: বেদব্যাস। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

৪৫. ভাগবতের খণ্ড কয়টি ও শ্লোক সংখ্যা কত?
উত্তর: ১২টি খণ্ডে রচিত। এতে ৬২,০০০ শ্লোক রয়েছে।

৪৬. বাংলা ভাষায় কোরআন শরীফ-এর অনুবাদক 'ভাই গিরিশচন্দ্র সেন' কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন?
উত্তর: ব্রাহ্ম ধর্ম।

৪৭. মালাধর বসুর উপাধি কী? কে তাকে এই উপাধি প্রদান করেন?
উত্তর: গুণরাজ খান। সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ বারবক শাহ তাকে এ উপাধি দেন।

৪৮. রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত কোন ছন্দে রচিত?
উত্তর: পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত।

Teacher's Work

১. **'ইউসুফ জোলেখা' প্রণয়কাব্য অনুবাদ করেছেন-** [২৩তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক শাহ মুহম্মদ সগীর খ বাহরাম খাঁ গ আলাওল ঘ দেনা গাজী — ক

২. **"হপ্ত পয়কর" কার রচনা?** [৩৫তম বিসিএস]
ক সৈয়দ আলাওল খ দীনবন্ধু মিত্র গ জৈনুদ্দীন ঘ অমিয় দেব — ক

৩. **মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে?**
ক কবীন্দ্র পরমেশ্বর খ কাশীরাম দাস গ শ্রীকর নন্দী ঘ সঞ্জয় দত্ত — খ

৪. **বাংলা অনুবাদ কাব্যের সূচনা কোন যুগে হয়?**
ক প্রাচীন যুগ খ মধ্যযুগ গ অন্তমধ্য যুগ ঘ আধুনিকযুগ — খ

রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান

মুসলমানরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে আসে সুলতানি আমলে। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের সবচেয়ে বড় অবদান কাহিনিকাব্য বা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রবর্তন। প্রাচীন ও মধ্যযুগে হিন্দু বৌদ্ধ রচিত বাংলা সাহিত্যে দেবদেবীরাই প্রধান ছিল, মানুষ ছিল অপ্রধান। মুসলমান রচিত বাংলা সাহিত্যেই প্রথম মানুষ প্রাধান্য পায়। মুসলিম কবিরা হিন্দি ও আরবি-ফারসি ভাষার সাহিত্য উৎস হতে উপকরণ নিয়ে যে প্রেমমূলক কাব্য রচনা করেছিলেন তাই 'রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান' নামে পরিচিত।

- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর।
- চতুর্দশ শতকের শেষ ও পঞ্চদশ শতকের শুরুর দিকে তিনি 'ইউসুফ জোলেখা' রচনার মধ্য দিয়ে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার সূচনা করেন।
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলোতে স্থান পেয়েছে মানবীয় প্রণয়কাহিনি। তবে এর বাহ্যিক ভাব মানবপ্রেম হলেও অন্তর্নিহিত ভাবে ফুটে উঠেছে সূফী প্রেমসাধনার পরিণতি।

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান কাব্য

কাব্য	কবি	সময় কাল
ইউসুফ-জোলেখা	শাহ মুহাম্মদ সগীর	পনের শতক
রসুল বিজয়	জয়েন উদ্দিন	
সায়াৎনামা	মুজাম্মিল	ষোড়শ শতক
লাইলি মজনু	দৌলত উজির বাহরাম খান	
মধুমালতী	মুহাম্মদ কবির	
হানিফা ও কয়রাপরী	সাবিরিদ খান	
বিদ্যাসুন্দর	সাবিরিদ খান	
সয়ফুলমূলক-বদিউজ্জামাল	দোনা গাজী চৌধুরী	

কাব্য	কবি	সময় কাল
সতীময়না-লোরচন্দ্রানী	দৌলত কাজী	সতের শতক
পদ্মাবতী	আলাওল	
হপ্তপয়কর	আলাওল	
লালমতী ও সয়ফুলমুলক	আবদুল হাকিম	
গুলে বকাওলী	নাওয়াজিশ খান	
শাহজালাল-মধুমালা	মঙ্গল চাঁদ	
জেবলমুলুক শামারোখা	সৈয়দ মুহম্মদ আকবর	
মৃগাবতী	মুহম্মদ মুকীম	অষ্টাদশ শতক
গদামল্লিকা	শেখ সাদী (ত্রিপুরার অধিবাসী)	

শাহ মুহম্মদ সগীর

পনের শতকের কবি শাহ মুহম্মদ সগীর রচনা করেন 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য। তিনি ফারসি কবি জামী রচিত ফারসি প্রেমোপাখ্যান 'ইউসুফ ওয়া জুলেখা' অবলম্বনে রচনা করেন 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য। মধ্যযুগের প্রথম মুসলিম কবি হলেন শাহ মুহম্মদ সগীর। তিনি চতুর্দশ শতকের শেষ ও পঞ্চদশ শতকের প্রথমদিকের কবি ছিলেন।

দৌলত উজির বাহরাম খান

ষোল শতকের কবি দৌলত উজির বাহরাম খান ফারসি কবি জামী রচিত ফারসি প্রেমোপাখ্যান 'লায়লা ওয়া মজনুন' অবলম্বনে রচনা করেন 'লায়লী মজনু' কাব্য। এ কাহিনীর মূল উৎস আরবি লোকগাঁথা। বাহরাম খানের কাব্যে সুফীতত্ত্বের প্রচ্ছন্ন অবদান রয়েছে।

মুহম্মদ কবীর

ষোল শতকের কবি মুহম্মদ কবীর হিন্দি কবি মনঝন রচিত হিন্দি প্রেমাখ্যান 'মধুমালত' অবলম্বনে রচনা করেন 'মধুমালতী' কাব্য।

সাবিরিদ খান

সাবিরিদ খান চট্টগ্রামের একজন কবি। তিনি 'বিদ্যাসুন্দর' এবং 'হানিফা ও কয়রাপরী' নামক প্রণয়োপাখ্যান রচনা করেন। হযরত আলীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হনুফার গর্ভজাত সন্তান বীর হানিফা হলো এ কাব্যের নায়ক। হানিফা ও জয়গুণের দাম্পত্য প্রেম এবং হানিফা ও কয়রাপরীর রোমান্টিক প্রেম- এ দু'ধারার কাহিনী নিয়ে 'হানিফা ও কয়রাপরী' রচিত হয়েছে। তিনি 'রসূল বিজয়' কাব্যও রচনা করেন।

সৈয়দ সুলতান

সৈয়দ সুলতানের খ্যাতি নবীবংশের মতো একটি মহাকাব্যিক রচনা প্রণয়নের জন্য। তিনি অনেকগুলো গ্রন্থের রচয়িতা। তার অন্যান্য কাব্যগুলো হল 'শবে মিরাজ', রসূল বিজয়', 'ওফাতে রসূল', 'জয়কুম রাজার লড়াই', 'ইবলিশ নামা' 'জ্ঞান চৌতিশা', 'জ্ঞান প্রদীপ'। সৈয়দ সুলতান তার সমসাময়িক চট্টগ্রামবাসী কবিদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। অনেক কবি তাদের রচনায় ভক্তি সহকারে তার নাম দিয়েছেন। তার জন্ম চট্টগ্রামের পটিয়ার চক্রশালা গ্রামে। তিনি দীর্ঘজীবী, প্রায় জীবনকাল আনুমানিক ১৫৫০-১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে।

সৈয়দ সুলতানের প্রথম ও বিখ্যাত গ্রন্থ 'নবীবংশ'। এর উৎস আরবি-ফারসি সাহিত্য। 'শবে মিরাজ' পৃথক কোন কাব্য নয়, 'নবীবংশ'র একটি পর্বমাত্র। আবার, 'ইবলিশনামা' স্বতন্ত্র কোন কাব্য বা কাব্যের পর্ব নয়, 'শবে মিরাজ' কাহিনির অন্তর্গত একটি উপকাহিনী। 'নবীবংশ' কাব্যে রাসূলের অপূর্ব মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি আমীর হামজা, হযরত আলী প্রমূখের বীরত্ব ও বিক্রমের ছবি এঁকেছেন। তারা যুদ্ধে অজেয়, কেননা তারা আল্লাহর অনুগৃহীত।

আবদুল হাকিম

কবি আবদুল হাকিমের প্রণয়োপাখ্যানগুলো হলো- **'ইউসুফ জোলেখা'** এবং **'লালমতি' সয়ফুলমুলুক'**। কবি আব্দুল হাকিম নিজেকে বাঙালি বলতে গর্ববোধ করতেন। তিনি রচনা করেছিলেন বিখ্যাত পঙক্তি-

"যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি"

রোসাঙ্গ রাজসভায় বাংলা সাহিত্য

আরাকানকে বাংলা সাহিত্য রোসাঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়। আরাকান রাজসভায় কবিগণের মধ্যে দৌলত কাজী, মরদন, কোরেশী মাগন ঠাকুর, আলাওল, আবদুল করিম খন্দকার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এ সময়ের কবিগণের পুরোধা দৌলত কাজী বাংলা রোমান্টিক কাব্যধারায় পথিকৃৎ হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দৌলত কাজী

কবি দৌলত কাজী হিন্দু কবি সাধন রচিত প্রেমাখ্যান মৈনাসত' অবলম্বনে রচনা করেন সতীময়না-লোরচন্দ্রানী কাব্য। তিনি কাব্য রচনা করেন রোসাঙ্গের আশরাফ খানের অনুরোধে ১৬৩৮ সালে। তার সতীময়না গল্পের মূলে ছিল পশ্চিমা ভোজপুরী ভাষায় প্রচলিত একটি কাহিনি। তার কাব্যের নায়ক গোহারি দেশের রাজা, লোর। এতে লোরের দুই বিবাহ এবং প্রেমের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের শেষ অংশ রচনা করার পূর্বেই দৌলত কাজী মারা যান। তার অসমাপ্ত কাব্য সমাপ্ত করেন আলাওল, ১৬৫৯ সালে।

আলাওল

সতের শতকের কবি আলাওল হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সী রচিত হিন্দি প্রেমাখ্যান 'পদুমাবৎ' অবলম্বনে রচনা করেন 'পদ্মাবতী' কাব্য। 'পদ্মাবতী' কাব্যের নায়ক ও নায়িকা হলেন চিতোরের রাজা রত্নসেন ও অন্যতম রানী পদ্মাবতী। এ কাব্যে শুক পাখি নামক একটি পাখির অনেক ভূমিকা আছে। তার অন্যান্য কাব্যগুলো হল 'সয়ফুলমূলুক-বদিউজ্জামাল', 'তোহফা', 'হপ্তপয়কর', 'সিকান্দারনামা'। এগুলো ফারসি ভাষা থেকে অনূদিত গ্রন্থ। 'তোহফা' রোমান্টিকধর্মী নয়, নীতিধর্মী ধর্মীয় গ্রন্থ।

আলাওল রোসাঙ্গ রাজসভার কবি। তার জীবনে মাগন ঠাকুরের প্রভাব অপরিসীম। মাগন ঠাকুরের অনুরোধে তিনি পদ্মাবতী রচনা করেন।

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	চরিত্র
আলাওল	'পদ্মাবতী'	পদ্মাবতী

কোরেশী মাগন ঠাকুর

সতের শতকের কবি ছিলেন কোরেশী মাগন ঠাকুর। তিনি ছিলেন রোসাঙ্গ রাজসভার প্রধান উজির। তার রচিত কাব্যের নাম 'চন্দ্রাবতী'। এ কাব্যের নায়ক ভদ্রাবতী নগরের রাজপুত্র বীরভান এবং নায়িকা সিংহলের রাজকুমারী চন্দ্রাবতী। এতে বর্ণনা করা হয়েছে কীভাবে অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত নায়ক নায়িকার মিলন হয়েছিল।

এক কথায় উত্তর

১. **রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার আদি কবি কে ছিলেন?**
উত্তর: শাহ মুহম্মদ সগীর।

২. **রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান গুলোর মূল বিষয়বস্তু কী?**
উত্তর: মানবীয় প্রণয়কাহিনি।

৩. **আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙ্গালি কবি কে?**
উত্তর: দৌলত কাজী।

৪. **বাংলায় ভাষার প্রথম মুসলিম কবি কে?**
উত্তর: শাহ মুহম্মদ সগীর।

৫. **রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান কাব্য ধারার বৈশিষ্ট্য কী?**
উত্তর: মানবীয় বৈশিষ্ট্য বা মানবীয় প্রণয়কাহিনি।

৬. **কখন বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিদের প্রথম পদার্পণ ঘটে?**
উত্তর: চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে ও পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে।

৭. 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যের পটভূমি কোন দেশের?
উত্তর: ইরান।

৮. 'লায়লী-মজনু' কাব্যের উৎস কী?
উত্তর: আরবি লোকগাঁথা।

৯. মহাকবি আলাওল কোনযুগের কবি?
উত্তর: মধ্যযুগের।

১০. লৌকিক কাহিনীর প্রথম রচয়িতা কে?
উত্তর: দৌলত কাজী।

১১. আলাওলের প্রথম রচনা কোনটি?
উত্তর: পদ্মাবতী।

১২. বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম মুসলমান কবি রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
উত্তর: ইউসুফ-জোলেখা।

১৩. 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যটি কার রচনা? এটি কোন ধারার অনুবাদ?
উত্তর: শাহ মুহম্মদ সগীর। এটি আরবি ফারসি ধারার অনুবাদ।

১৪. 'ইউসুফ- জোলেখা' কাব্যের কাহিনী কোন দেশের? চরিত্রের নাম লিখুন।
উত্তর: মিশর দেশের কাহিনী। এর তিনটি চরিত্র হলো-তৈমুর বাদশাহ-আজিজ, ইউসুফ, জোলেখা।

১৫. 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যটি কোন সময়ের রচনা? কোন শাসকের রাজত্বকালে কাব্যটি রচিত হয়?
উত্তর: পঞ্চদশ শতকের রচনা। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে কাব্যটি রচিত হয়।

১৬. শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যটি কোন কবির মূল কাহিনী অবলম্বনে রচিত?
উত্তর: ইরানের কবি ফেরদৌসী ও জামির কাব্য অবলম্বনে এটি রচিত।

১৭. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার দ্বিতীয় গ্রন্থ কোনটি?
উত্তর: লাইলী-মজনু।

১৮. 'লাইলী-মজনু' কাব্যের রচয়িতা কে?
উত্তর: দৌলত উজির বাহরাম খান।

১৯. বাহরাম খানকে দৌলত উজির উপাধিতে ভূষিত করেন কে? তিনি কোন জায়গার অধিবাসী ছিলেন?
উত্তর: চট্টগ্রামের বাদশাহ নেজাম শাহ। বাহরাম খান চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

২০. 'লাইলী-মজনু' কাব্যের কাহিনী কোন দেশের?
উত্তর: ইরানের।

২১. 'লাইলী-মজনু' কাব্যে মজনুর প্রকৃত নাম কী ছিল?
উত্তর: কায়েস।

২২. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার সার্থক ট্রাজেডি কোন কাব্যটি?
উত্তর: লাইলী-মজনু কাব্য।

২৩. 'লাইলী-মজনু' কাব্যের চারটি চরিত্রের নাম লিখুন?
উত্তর: লাইলী-মজনু, ইবনে সালাম, হেতুবতী, নয়ফলরাজ।

২৪. 'হানিফা-কয়রাপরী' কাব্যের রচয়িতা কে?
উত্তর: সাবিরিদ (শাহ বারিদ) খান।

২৫. 'যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি'- এ পঙক্তি দুটি কার রচনা?
উত্তর: আব্দুল হাকিম।

২৬. 'দেশি ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুড়ায় নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়।'-কবিতাংশটি কার?
উত্তর: কবি আব্দুল হাকিম।

২৭. মধুমালতী কাব্য কে রচনা করেছেন? এটি কোন ধারার অনুবাদমূলক কাব্য?
উত্তর: মুহম্মদ কবীর। হিন্দী কাব্যধারার অনুবাদমূলক কাব্য।

২৮. মধুমালতী কাব্যের মূল রচয়িতা কে ও মূল গ্রন্থের নাম কী?
উত্তর: মূল রচয়িতা মনঝন। মূল গ্রন্থের নাম মধুমালৎ।

২৯. 'গুলে বকাওলী' কাব্যের রচয়িতা কে?
উত্তর: নওয়াজিস খান ও মুহম্মদ মুকীম।

৩০. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিগণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান কোনটি?
উত্তর: রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান।

৩১. 'নবীবংশ' কোন কবির রচনা?
উত্তর: সৈয়দ সুলতান।

৩২. আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি কে?
উত্তর: দৌলত কাজী।

৩৩. আরাকান রাজসভার দুজন বিখ্যাত কবি
উত্তর: মহাকবি আলাওল ও দৌলত কাজী।

৩৪. মধ্যযুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবি কে?
উত্তর: আলাওল।

৩৫. আরাকান রাজসভার কবিদের শ্রেষ্ঠ হলেন–
উত্তর: আলাওল।

৩৬. 'পদ্মাবতী' কাব্যের রচয়িতা কে? কাব্যটি কত খণ্ডে বিভক্ত?
উত্তর: আলাওল। কাব্যটি ৩ খণ্ডে রচিত।

৩৭. 'পদ্মাবতী' কাব্যটি কোন ধারার অনুবাদমূলক কাব্য? এই কাব্যটির মূল রচয়িতা কে ও কাব্যের নাম কী?
উত্তর: হিন্দী ধারার। এর মূল রচয়িতা মালিক মুহম্মদ জায়সী। তার কাব্যের নাম 'পদুমাবৎ'।

৩৮. আলাওলের জন্মস্থান কোথায়? তিনি কোন রাজসভায় কবি ছিলেন?
উত্তর: ফতেহাবাদ বা ফরিদপুর, মতান্তরে জোবরা গ্রাম, হাটহাজারি, চট্টগ্রাম। তিনি আরাকান রাজসভার কবি ছিলেন।

৩৯. আলাওল কার পৃষ্ঠপোষকতায় পদ্মাবতী কাব্যটি রচনা করেন?
উত্তর: কোরেশী মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকাতায় কাব্য রচনা করেন।

৪০. আরাকান রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর নাম কী? তার রচিত একটি কাব্যের নাম লিখুন?
উত্তর: কোরেশী মাগন ঠাকুর। তার রচিত কাব্যের নাম চন্দ্রাবতী।

৪১. আরাকান রাজসভা কী নামে পরিচিত ছিল? এই রাজসভার কয়েকটি কাব্যের নাম লিখুন?
উত্তর: রোসাঙ্গ রাজসভা নামে। এই রাজসভার কয়েকটি কাব্যের নাম পদ্মাবতী, চন্দ্রাবতী, সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল, তোহফা প্রভৃতি।

৪২. পদ্মাবতী কাব্যের কয়েকটি চরিত্রের নাম লিখুন?
উত্তর: রত্নসেন, পদ্মাবতী, হীরামন, নাগমতি।

৪৩. পদ্মাবতী কাব্যে পদ্মাবতীর সার্বক্ষণিক সঙ্গী শুক পাখিটির নাম কী?
উত্তর: হীরামন।

৪৪. সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, হপ্তপয়কর, তোহফা, সিকান্দার নামা কাব্যগুলির রচয়িতা কে?
উত্তর: আলাওল।

৪৫. আলাওলের শ্রেষ্ঠ কীর্তি কোন রচনা?
উত্তর: পদ্মাবতী।

৪৬. মধ্যযুগের কোন কাব্য প্রথমে একজন কবি শুরু করেন ও পরে অন্য কবি তা শেষ করেন?
উত্তর: সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী কাব্য। শুরু করেন দৌলত কাজী আর শেষ করেন আলাওল।

৪৭. সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী কাব্যটি মূল কোন কবির রচনা ও কোন ভাষায় ও কাব্যের নাম কী ছিল?
উত্তর: কবি সাধন রচিত হিন্দী মৈনাসৎ কাব্য অবলম্বনে এটি রচিত হয়।

৪৮. সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল কাব্যটি আলাওল ছাড়া আর কোন কবি রচনা করেছেন?
উত্তর: দোনাগাজী চৌধুরী।

৪৯. 'কাশিমের লড়াই' গ্রন্থটির রচয়িতা–
উত্তর: শেরবাজ।

৫০. কবি আলাওলের প্রথম রচনা–
উত্তর: পদ্মাবতী।

৫১. মহাকবি আলাওল কোন যুগের কবি?
উত্তর: মধ্যযুগের (সপ্তদশ শতকের) কবি।

Teacher's Work

১. মুসলমান কবি রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্য কোনটি? [১২তম বিসিএস]
ক) লাইলী মজনু খ) ইউসুফ জোলেখা গ) শিরী ফরহাদ ঘ) বিষাদ সিন্ধু — **খ**

২. আরাকান রাজসভার কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন-
ক) কোরেশী মাগন ঠাকুর খ) শেখ মর্দন গ) দৌলত কাজী ঘ) আলাওল — **ঘ**

৩. দৌলত উজির বাহরাম খান সাহিত্যসৃষ্টিতে কার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন? [৪৩তম বিসিএস]
ক) সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ খ) কোরেশী মাগন ঠাকুর
গ) সুলতান বরবক শাহ ঘ) জমিদার নিজাম শাহ — **ঘ**

৪. 'মৈনাসত' অবলম্বনে 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক) দৌলত কাজী খ) আলাওল গ) মাগন ঠাকুর ঘ) সাবিরিদ খান — **ক**

Unique Question for Student Practice

১. কাশীরাম দাস কোন গ্রন্থের অনুবাদক?
ক) মহাভারত খ) বেদ
গ) রামায়ণ ঘ) গীতা — **ক**

২. 'পরাগলী মহাভারত' খ্যাত গ্রন্থের অনুবাদকের নাম কী?
ক) সঞ্জয় খ) কবীন্দ্র পরমেশ্বর
গ) শ্রীকর নন্দী ঘ) কাশীরাম দাস — **খ**

৩. বাংলা ভাষায় প্রথম কে রামায়ণ রচনা করেন?
ক) জয়দেব খ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
গ) ভুসুকুপা ঘ) কৃত্তিবাস ওঝা — **ঘ**

৪. বাংলা অনুবাদ কাব্যের সূচনা কোন যুগে হয়?
ক) প্রাচীন যুগ খ) মধ্যযুগ
গ) অন্তমধ্য যুগ ঘ) আধুনিক যুগ — **খ**

৫. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য অবদান কোনটি?
ক) নাথ সাহিত্য খ) রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান
গ) জীবনীকাব্য ঘ) মঙ্গলকাব্য — **খ**

৬. আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি–
ক) কোরেশী মাগন ঠাকুর খ) দৌলত কাজী
গ) আলাওল ঘ) মরদন — **খ**

৭. আরাকানে কখন সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল?
ক) ষোড়শ শতাব্দী খ) সপ্তদশ শতক
গ) পঞ্চদশ শতক ঘ) অষ্টাদশ শতক — **খ**

৮. 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্যটির রচিয়তা–
ক) আলাওল খ) দৌলত কাজী
গ) মাগন ঠাকুর ঘ) মরদন — **খ**

৯. বারমাস্যা কাকে বলে?
ক) নায়িকার বারমাসের সুখ-দুঃখের বর্ণনা
খ) দেবদেবীর পূঁজা প্রচারের কাহিনী
গ) নায়ক-নায়িকার প্রেমের ধারাবাহিক বিন্যাস
ঘ) বারমাসের চাষাবাদের বিবরণ — **ক**

১০. আলাওলের 'তোহ্‌ফা' কোন ধরনের কাব্য?
ক) আত্মজীবনী খ) প্রণয়কাব্য
গ) নীতিকাব্য ঘ) জঙ্গনামা — **গ**

১১. কবি আলাওলের প্রথম রচনা–
ক) সপ্তপয়কর খ) পদ্মাবতী
গ) সয়ফুলমূলক-বদিউজ্জামাল ঘ) কোনটিই নয় — **খ**

১২. 'পদ্মাবতী' একটি–
ক) অনুবাদ গ্রন্থ খ) মৌলিক গ্রন্থ
গ) ভ্রমণকাহিনী ঘ) কোনোটিই নয় — **ক**

১৩. ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে রাজভাষা ছিল–
ক) বাংলা খ) সংস্কৃত
গ) আরবি ঘ) ফারসি — **ঘ**

১৪. ইরানের কবি হাফিজের সাথে পত্রালাপ হয়েছে বাংলার কোন সুলতানের?
ক গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ
খ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ
গ ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ
ঘ ইলিয়াস শাহ — ক

১৫. কোন কবি গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের রাজকর্মচারী ছিলেন?
ক ঈশ্বর গুপ্ত | খ শাহ মুহম্মদ সগীর
গ সৈয়দ হামজা | ঘ জয়েনউদ্দিন — খ

১৬. হিন্দি ও ফারসি কাব্য থেকে কোন কাব্যধারার প্রচলন হয়েছে?
ক নাথ সাহিত্য | খ প্রণয়োপাখ্যান
গ পদাবলি | ঘ মঙ্গলকাব্য — খ

১৭. মুসলমান কবি রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্য–
ক পদ্মাবতী | খ চন্দ্রবতী
গ ইউসুফ জোলেখা | ঘ লায়লী-মজনু — গ

১৮. শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত গ্রন্থ কোনটি?
ক ইউসুফ জোলেখা | খ লায়লী-মজনু
গ শিরী ফরহাদ | ঘ পদ্মাবতী — ক

১৯. 'লায়লী-মজনু' কাব্যের অনুবাদক হলেন–
ক সাবিরিদ খান | খ সৈয়দ সুলতান
গ দৌলত উজির বাহরাম খান | ঘ আলাওল — গ

২০. 'লায়লী-মজনু' কাব্যের উপাখ্যান কোন দেশের?
ক সৌদি আরব | খ ইরাক
গ ইরান | ঘ মিশর — গ

২১. কোন রচনাটি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের অন্তর্গত?
ক রসুলনামা | খ মহাভারত
গ পদ্মাবতী | ঘ কীচকবধ — গ

২২. উল্লিখিত কোন রচনাটি পুঁথি সাহিত্যের অন্তর্গত নয়?
ক ময়মনসিংহ গীতিকা | খ ইউসুফ জুলেখা
গ পদ্মাবতী | ঘ লাইলী মজনু — ক

২৩. 'পদ্মাবতী' কাব্যগ্রন্থের অনুবাদক কে?
ক আলাওল | খ শাহ মুহম্মদ সগীর
গ আবদুল হাকিম | ঘ সৈয়দ সুলতান — ক

২৪. 'পদ্মাবতী' কাব্যখানা মহাকবি আলাওল কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন?
ক আরবি | খ ফারসি
গ উর্দু | ঘ হিন্দি — ঘ

২৫. "তাম্বুল রাতুল হইল অঁধর পরশে।" অর্থ কী?
ক ঠোঁটের পরশে পান লাল হয়
খ পানের পরশে ঠোঁট লাল হয়
গ অস্তাচলগামী সূর্যের আভায় মুখ রক্তিম দেখা গেল
ঘ অস্তাচলগামী সূর্য ও মুখ একই রকম লাল হয়ে গেল — ক

২৬. মহাকবি আলাওল রচিত গ্রন্থ–
ক পদ্মাবতী | খ লায়লী-মজনু
গ ইউসুফ জোলেখা | ঘ গোরক্ষবিজয় — ক

২৭. 'কাশিমের লড়াই' গ্রন্থটির রচয়িতা–
ক নাসির মাহমুদ | খ সৈয়দ সুলতান
গ আলাওল | ঘ শেরবাজ — ঘ

২৮. 'নসীরানামা' কাব্যগ্রন্থ কার রচনা?
ক দৌলত কাজী | খ কবি মরদন
গ কোরেশী মাগন ঠাকুর | ঘ আলাওল — খ

২৯. আলাউদ্দীন হোসেন শাহ বাংলা সাহিত্যে কী কারণে খ্যাতিমান?
ক শাসনকর্তা হিসেবে
খ বাংলা ভাষার স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য
গ অনুবাদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য
ঘ সালতানাৎ প্রতিষ্ঠার জন্য — গ

৩০. নিচের কোন জন মধ্যযুগের কবি নন?
ক কায়কোবাদ | খ আলাওল
গ মাগন ঠাকুর | ঘ জ্ঞানদাস — ক

৩১. 'রসুলবিজয়' কাব্যের রচয়িতা কে?
ক জয়েন উদ্দীন | খ আব্দুল হাকিম
গ মীর মুহম্মদ শফী | ঘ মুহম্মদ আকিল — ক

৩২. গীতগোবিন্দ কোন ভাষায় রচিত?
ক প্রাচীন বাংলা | খ সংস্কৃত
গ ব্রজবুলি | ঘ অবহট্‌ঠ — গ

৩৩. সর্বপ্রথম রামায়ণ অনুবাদকারী মহিলা কবি হলেন-
ক কামিনী রায় | খ চন্দ্রাবতী
গ স্বর্ণকুমারী দেবী | ঘ মনমোহিনী দাসী — খ

৩৪. 'মহাভারত' এর শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে?
ক কবীন্দ্র পরমেশ্বর | খ কাশীরাম দাস
গ শ্রীকর নন্দী | ঘ সঞ্জয় — খ

৩৫. মধ্যযুগের মহিলা কবি চন্দ্রাবতী নিচের কোনটি রচনা করেন?
ক মহাভারত | খ ভাগবত
গ গীতা | ঘ রামায়ণ — ঘ

৩৬. কবি আলাওলের জন্মস্থান কোনটি?
ক ফরিদপুরের সুরেশ্বর | খ চট্টগ্রামের জোবরা
গ চট্টগ্রামের পটিয়া | ঘ বার্মার আরাকান — খ

৩৭. 'আলাওল' কোন রাজসভার কবি ছিলেন?
ক লক্ষণ সেনের রাজসভার | খ আরাকান রাজসভার
গ সম্রাট আকবরের রাজসভা | ঘ সম্রাট শাহজাহানের রাজসভা — খ

৩৮. মধ্যযুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবি কে?
ক নাসির মাহমুদ | খ আলাওল
গ সৈয়দ সুলতান | ঘ শাহ গরীবুল্লাহ — খ

Home Work

১. **নিচের কোন জন যুদ্ধকাব্যের রচয়িতা নন?** [৪৫তম বিসিএস]
ক দৌলত উজির বাহরাম খাঁ খ সাবিরিদ খাঁ
গ সৈয়দ সুলতান ঘ সৈয়দ নূরুদ্দীন **ঘ**

২. **দৌলত উজির বাহরাম খান কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন?** [৪০তম বিসিএস]
ক ফরিদপুর খ সিলেট
গ কৃষ্ণনগর ঘ চট্টগ্রাম **ঘ**

৩. **'তাজকেরাতুল আওলিয়া' অবলম্বনে 'তাপসমালা' কে রচনা করেন?** [২৬তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক মুন্সী আব্দুল লতিফ খ কাজী আকরাম হোসেন
গ গিরিশচন্দ্র সেন ঘ শেখ আব্দুল জব্বার **গ**

৪. **লৌকিক কাহিনির প্রথম রচয়িতা কে?** [২৭তম বিসিএস; DBBL (MTO) : 2019; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন পিএসসির সহকারী পরিচালক: ১৬]
ক আলাওল খ কোরেশী মাগন
গ দৌলত কাজী ঘ সৈয়দ সুলতান **গ**

৫. **'শাহনামা' মৌলিক গ্রন্থটি কার?** [২৬তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক মালিক জায়সী খ ফেরদৌসী
গ সৈয়দ হামজা ঘ দৌলত উজির বাহরাম খান **খ**

৬. **'আমীর হামজা' কাব্য রচনা করেন কে?** [১৪তম বিসিএস]
ক আলাওল খ ফকির গরীবুল্লাহ
গ সৈয়দ হামজা ঘ রেজাবুদ্দৌলা **খ**

৭. **কে প্রথম সমগ্র কোরআন শরীফ বাংলা অনুবাদ করেন?** [১০ম, ১৪তম ও ১৬তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ মাওলানা আকরাম খাঁ
গ গিরিশচন্দ্র সেন ঘ রামমোহন রায় **গ**

৮. **'ইউসুফ-জুলেখা' প্রণয়কাব্য অনুবাদ/রচনা করেছেন কে?** [২৩তম বিসিএস; বেপজা (BEPZA)-এর সহকারী ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ পরীক্ষা- ২০২১; কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইনান্স– কার্যালয়ের অধীন অডিটর : ১৪]
ক দৌলত উজির বাহরাম খান
খ মাগন ঠাকুর
গ আলাওল
ঘ শাহ মুহম্মদ সগীর **ঘ**

৯. **বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম মুসলমান কবি কে?** [১২তম বিসিএস; মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক পরীক্ষা- ২০১৩; Modhumoti Bank Ltd. Probationary Officer: 2019]
ক শাহ মুহম্মদ সগীর খ বাহরাম খান
গ শাহ মুহম্মদ গরীবুল্লাহ ঘ দৌলত কাজী **ক**

১০. **'তোহফা' কাব্যটি কে রচনা করেন?** [৩৬তম বিসিএস]
ক দৌলত কাজী খ মাগন ঠাকুর
গ সাবিরিদ খান ঘ আলাওল **ঘ**

১১. **আলাওলের 'তোহফা' কোন ধরনের কাব্য?** [৩১তম বিসিএস]
ক আত্মজীবনী খ প্রণয়কাব্য
গ নীতিকাব্য ঘ জঙ্গনামা **গ**

১২. **'হপ্ত পয়কর' কার রচনা?** [৩৫তম বিসিএস]
ক জৈনুদ্দিন খ সৈয়দ আলাওল
গ দীনবন্ধু মিত্র ঘ অমিয় দেব **খ**

১৩. **দ্রৌপদী কে?** [৩৫তম বিসিএস; ৬ষ্ঠ বিজেএস (সহকারী জজ) প্রাথমিক পরীক্ষা; ২০১৩]
ক রামায়ণে সীতার সহচরী
খ রামায়ণে লক্ষ প্রণয়প্রার্থী নারী
গ মহাভারতে দুর্যোধনের স্ত্রী
ঘ মহাভারতে পাঁচ ভাইয়ের একক স্ত্রী **ঘ**

১৪. **কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের নাম কী?** [৩১তম বিসিএস; সার্কেল এ্যাডজুটেন্ট (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের) পরীক্ষা -১০; পূবালী ব্যাংক ক্যাশ অফিসার: '১২]
ক আদি মহাভারত খ পরাগলী মহাভারত
গ মহাভারত ঘ মহান মহাভারত **খ**

১৫. **হিন্দি 'পদুমাবৎ' অবলম্বনে 'পদ্মাবতী' কাব্যের রচয়িতা–** [১৭তম বিসিএস]
ক দৌলত উজির বাহরাম খান
খ সৈয়দ সুলতান
গ আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ
ঘ আলাওল **ঘ**

১৬. **'মেঘদূত' কাব্যটি কার লেখা?** [ম.বি. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)''২২]
ক দ্বিজমাধব খ বড়ুচণ্ডীদাস
গ চণ্ডীদাস ঘ কালিদাস **ঘ**

১৭. **আরাকান রাজসভার প্রথম কবি কে?** [প.ম. (সহকারী সাইফার কর্মকর্তা)'২২]
ক মুহম্মদ কবীর খ দৌলত কাজী
গ কোরেশী মাগন ঠাকুর ঘ দৌলত উজির বাহারাম খান **খ**

১৮. **'পদ্মাবতী' কাব্যের রচয়িতা কে?** [ম.বি. (অফিস সহকারী কাম- কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২]
ক সাবিরিদ খান খ আলাওল
গ সৈয়দ সুলতান ঘ শাহ মুহম্মদ সগীর **খ**

১৯. **রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের প্রথম কবি কে?** [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ডের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পূর্ত) ২০২০]
ক আলাওল খ শাহ মুহম্মদ সগীর
গ মুহম্মদ কবীর ঘ দৌলত উজীর বাহরাম খান **খ**

২০. **রোমান্টিক কাব্যের কবি নয় কে?** [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক ২০১৯]
ক কোরেশী মাগন ঠাকুর খ দোনা গাজী চৌধুরী
গ শেখ ফয়জুল্লাহ ঘ শাহ বারিদ খান **গ**

২১. **শাহ মুহম্মদ সগীর কার পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য রচনা করেন?** [বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক- ২০১১]
ক মোশারফ হোসেন খ সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ
গ আলীবর্দী খাঁ ঘ সিরাজউদ্দৌলা **খ**

২২. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রণয়োপাখ্যান কোনটি?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (বরিশাল বিভাগ) ২০০৯; জনতা ব্যাংক ক্যাশ অফিসার: '১২]
ক লাইলী-মজনু খ ইউসুফ-জুলেখা
গ চন্দ্রাবতী ঘ পদ্মাবতী **খ**

২৩. **'ইউসুফ-জুলেখা' কী জাতীয় রচনা?** [পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের-০৭]
ক নাটক খ উপন্যাস
গ রোমান্টিক প্রণয়কাব্য ঘ রম্যরচনা **গ**

২৪. **'পদ্মাবতী' কাব্যের রচয়িতা-**[বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২০১৯]
ক আলাওল খ শাহ মুহম্মদ সগীর
গ মুহম্মদ কবীর ঘ কাজী দৌলত **ক**

২৫. **'গুলে বকাওলী' গ্রন্থের রচয়িতা কে?** [থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার: ০৪]
ক মুহাম্মদ মুকীম খ সাবিরিদ খান
গ ফকীর গরীবুল্লাহ ঘ দৌলত উজির বাহরাম খান **ক**

২৬. **'লায়লী ওয়া মজনু' কোন ভাষার গ্রন্থ?** [ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ফিল্ড অফিসার: ১২]
ক আরবি খ ফারসি
গ ফরাসি ঘ উর্দু **খ**

২৭. **'রামায়ণ'-এর প্রথম বাংলা অনুবাদ কে করেন?**[বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তা ২০১৯]
ক শ্রীকর নন্দী খ বাল্মীকি
গ কবীন্দ্র পরমেশ্বর ঘ কৃত্তিবাস ওঝা **ঘ**

২৮. **'রামায়ণ'-এর প্রথম মহিলা অনুবাদকের নাম কী?** [সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়েল প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের এস্টিমেটর ২০১৯]
ক কুসুমকুমারী খ কামিনী রায়
গ চন্দ্রাবতী ঘ. চন্দ্রকলাবতী **গ**

২৯. **বাল্মীকির মূল নাম কী?** [সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা; ২০০৭]
ক রত্নাকর খ দস্যু
গ দস্যু তস্কর ঘ তস্কর **ক**

৩০. **'রামায়ণ রচিত হয়–** [৬ষ্ঠ বিজেএস (সহকারী জজ) প্রাথমিক পরীক্ষা : ১১]
ক হিন্দি ভাষায় খ সংস্কৃত ভাষায়
গ উর্দু ভাষায় ঘ বাংলা ভাষায় **খ**

৩১. **রামায়ণের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে?** [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপসহকারী পরিচালক; ২০০১]
ক কাশীরাম দাস খ কৃত্তিবাস ওঝা
গ বাল্মীকি ঘ চন্দ্রাবতী **খ**

৩২. **বাংলায় 'মহাভারতের' শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হলেন-** [স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) :১৭]
ক সন্ধ্যাকর নন্দী খ কাশীরাম দাস
গ মালাধর বসু ঘ শ্রীকর নন্দী **খ**

৩৩. **কাশীরাম দাস কোন শতকের কবি?** [কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপ-পরিচালক; ২০০৭]
ক চৌদ্দ খ পনেরো
গ ষোল ঘ সতেরো **ঘ**

৩৪. **'মহাভারত' এর রচয়িতা–** [সার্কেল এ্যাডজুটেন্ট (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) পরীক্ষা -১০]
ক বাল্মীকি খ ব্যাসদেব
গ ভদ্রবাহু ঘ মুন **খ**

মধ্যযুগের সাহিত্য-৩

লোক সাহিত্য

আবহমান কাল থেকে জনসাধারণের মুখেমুখে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয় তাকে লোকসাহিত্য বলে। লোকসাহিত্য মূলত মৌখিক সাহিত্য। এ সাহিত্য পল্লী বাংলার তথা গ্রামীণ সমাজের একান্ত নিজস্ব সম্পদ। লোকমুখে এর উদ্ভব এবং মুখে মুখেই এর বিস্তার। যুগ যুগ ধরে পল্লী বাংলার মানুষ তাকে লালন করে আসছে। লোকসাহিত্য একক কোনো ব্যক্তির সৃষ্টি নয়। এটি সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি। বাংলার অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী লোকসাহিত্যে অবদান রেখেছেন। এদের একটি বড় অংশ লোক-কবি, যাদের সাধারণত 'বয়াতি' বলা হয়। এ সাহিত্যে ভালবাসা, আবেগ, অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

১. লোকসাহিত্যকে বাংলা সাহিত্যের শেকড় সন্ধানী সাহিত্য বলা হয়।
২. লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি ছড়া, প্রবাদ ও ধাঁধা।
৩. রেভারেন্ড লাল বিহারী 'Folk Tales of Bengal' (১৮৮৩) বইটি রচনা করে লোকসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এরপর থেকেই মূলত লোকসাহিত্য সংরক্ষণ শুরু হয়।
৪. এছাড়াও লোকসাহিত্য সংরক্ষণে ড. সুনীল কুমার দে 'প্রবাদ সংগ্রহ' নামে ও ড. মযহারুল ইসলাম 'কবি পাগলা কানাই' নামে গ্রন্থ রচনা করেছেন।
৫. বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গবেষকগণ হলেন– মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, ড. আশরাফ সিদ্দিকী ও ড. মযহারুল ইসলাম প্রমুখ।
৬. 'হারামনি' (১৩ খণ্ড) প্রাচীন লোকগীতি, সম্পাদনা করেছেন মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন।

লোকসাহিত্যের শাখাগুলো হলো–
গীতিকা, ছড়া,প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, হেঁয়ালি, লোককথা, রূপকথা, উপকথা, লোকসংগীত ইত্যাদি।

❑ গীতিকা

এক শ্রেণির কাহিনিমূলক লোকগীতি বাংলা সাহিত্যে 'গীতিকা' নামে পরিচিত। ইংরেজিতে ব্যালাড (Ballad) বলা হয়। গীতিকা সাহিত্যে সাধারণত কোন দৈব দুর্ঘটনা বা কোন বিয়োগান্ত প্রেম কাহিনির বর্ণনা থাকে। গীতিকাগুলো গান হিসেবে গাওয়ার জন্যই রচিত। গতানুগতিক সুরে দেশীয় বাদ্যযন্ত্র সহযোগে এগুলি গাওয়া হয়। কিন্তু এতে গানের সুরের চেয়ে কাহিনিই প্রাধান্য পায়। বাংলাদেশের সংগৃহীত গীতিকা তিন ধরনের, যথা– ১. নাথ গীতিকা, ২. ময়মনসিংহ গীতিকা ও ৩. পূর্ববঙ্গ গীতিকা।

❑ ছড়া

লোকসাহিত্যের একটি শক্তিশালী শাখা হলো ছড়া। ছড়া নিছক আনন্দ দানের জন্য সৃষ্টি। সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করে ছড়া লেখা হয়। লঘুভার, অর্থহীন, সংক্ষিপ্ত ও বিচিত্র বলে ছড়া সহজেই শিশুমনকে আকৃষ্ট করে। সাধারণত 'স্বরবৃত্ত' ছন্দে ছড়া লেখা হয়। কবিতার সাথে ছড়ার মূল পার্থক্য হলো– কবিতায় রহস্যময়তা থাকে কিন্তু ছড়ায় থাকে না। ছড়ার বক্তব্য সহজবোধ্য ও স্পষ্ট। যেমন একটি ছড়া–

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি মোদের বাড়ি এসো,
বাটা ভরা পান দেব গাল ভরে খেয়ো।

❑ প্রবাদ-প্রবচন

লোকসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা প্রবাদ-প্রবচন। প্রবাদ বলতে বোঝায় মানুষের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার একটি সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি। যার মধ্যে সরলভাবে জীবনের কোন গভীরতর সত্য প্রকাশ পায়। এক কথায় বলা যায় গ্রাম বাংলার সহজ সরল মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানচর্চাই হলো প্রবাদ-প্রবচন। অল্পকথায় বিশেষ অর্থ প্রকাশ করাই হলো প্রবাদ-প্রবচনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

❑ ধাঁধা

লোকসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রাচীন শাখা ধাঁধা। অল্প কয়টি কথায় সাধারণত কবিতার আকারে কাউকে কোনো প্রশ্ন করা হলে তা ধাঁধা হিসেবে বিবেচিত হয়। ধাঁধা জিজ্ঞাসা এবং এর উত্তর দানের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন:

দিন রাত চলি ফিরি নাহি মোর অবসর,
দিন যায় রাত যায় যায় চলে বছর- ঘড়ি
আমি তুমি একজন দেখিতে একরূপ,
আমি কত কথা কই তুমি থাক চুপ– ছবি

❑ হেঁয়ালি

হেঁয়ালি অর্থ প্রহেলিকা। হেঁয়ালি বলতে একটি আংশিক সত্য বিবৃতি যা সাধারণ চিন্তাধারার সাথে একটি বিরোধের সৃষ্টি করে। যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Paradox।

❑ লোককথা

পল্লীবাংলার লোক কাহিনিগুলো কাব্যে রূপায়িত হলে তাকে বলে গীতিকা। আর গদ্যে রূপায়িত হলে তাকে বলে 'লোককথা বা লোককাহিনি'। ইংরেজিতে এগুলোকে বলে Folk tales। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, লোককথা তিন প্রকার। যথা– ১. রূপকথা, ২. উপকথা ও ৩. ব্রতকথা।

১. রূপকথা:

Fairy tale এর সমার্থক শব্দ রূপকথা। রূপকথার মধ্যে রাজা রাণী, রাজকন্যা, পরী, রাক্ষস, খোক্কস প্রভৃতি কাহিনী থাকে। রাজা রানীদের শাসনের সময় কাল থেকে সম্ভবত রূপ কথার সৃষ্টি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। রূপকথার গল্প মূলত শিশুদের মনকে আনন্দ দেবার জন্য উদ্ভব হয়েছিল।

২. উপকথা:

পশুপক্ষীর চরিত্র অবলম্বনে যেসব কাহিনি গড়ে উঠেছে সেগুলোর উপকথা। কৌতুক সৃষ্টি ও নীতিপ্রচারের জন্যই এগুলোর সৃষ্টি। এতে মানবচরিত্রের মতই পশুপাখির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছে।

৩. ব্রতকথা:

ব্রতকথার মধ্যদিয়ে বাংলার সমাজ জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। ব্রতকথার কাজ গার্হস্থ্য কর্তব্য সাধন। গার্হস্থ্য সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা মিটানো এর লক্ষ্য। ব্রতকথার ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

❑ লোকসংগীত

লোকসাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুল প্রচারিত শাখা হলো 'লোকসংগীত'। ভাব, চিত্র, কাহিনি অবলম্বনে ছন্দময় সুরাশ্রিত রচনাকে লোকসংগীত বলে। ফোকলোরবিদ ড. ওয়াকিল আহমদ এর মতে লোকসংগীতের শ্রেণি বিন্যাস নিম্নরূপ–

প্রকারভেদ	বিভিন্ন গান
প্রেম বিষয়ক	আলকাপ, গোসাইগান, ঘাটুগান, বারমাসি, বারাসে, ভাওয়াইয়া, মালসী, মাহুত বন্ধুর গান, রাখালিয়া মাঝির গান ইত্যাদি।
ধর্ম-আচার-সংস্কার বিষয়ক	কীর্তন, গম্ভীরা, গাজীর গান, জাগগান, জারিগান, ধামাইল, বয়ানী, নাগরের গান, মর্সিয়া গান ইত্যাদি।
তত্ত্ব ও ভক্তি বিষয়ক	বাউল গান, ভাটিয়ালি, মাইজভান্ডারি গান, মারফতি গান, মুর্শিদী গান ইত্যাদি।
কর্ম ও শ্রম বিষয়ক	ক্ষেত নিড়ানীর গান, ছাদ পিটানোর গান, ধান কাটার গান, ধান ভানার গান, পাট কাটার গান, হাতি খেদানোর গান।
পেশা ও বৃত্তি বিষয়ক	বেদের গান, সাপুড়ে গান, বাওয়ালির গান
হাস্য-কৌতুক বিষয়ক	আলকাপ, নাটুয়া গীত, হাবু গান
মিশ্র ভাব বিষয়ক	কবিয়াল, মেয়েলি গীত, সারিগান।

Teacher's Work

১. **নিচের কোন কবি লোকসাহিত্য সংগ্রাহক ছিলেন?** [Pubali Bank Ltd. Junior Officer 2019]
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ সমর সেন গ আবুল হোসেন ঘ জসীমউদ্‌দীন — ঘ

২. **বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা কোনটি?** [Pubali Bank Ltd. Officer : 2018 ;১২তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন: ১৫]
ক ছোটগল্প খ নাটক গ কাব্য ঘ উপন্যাস — গ

৩. **লোকসাহিত্যের উপাদান কী?** [পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সহকারী পরিচালক -'০৩]
ক প্রমাণভিত্তিক বিষয় খ গ্রামীণ এলাকায় অখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনা
গ জনশ্রুতিমূলক বিষয় ঘ উপরের সবগুলো — খ

৪. **'ঠাকুরমার ঝুলি' কী জাতীয় রচনার সংকলন?** [৩০তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক রূপকথা খ ছোটগল্প গ গ্রাম্যগীতিকা ঘ রূপকথা-উপকথা — ঘ

৫. **লোকসাহিত্য কাকে বলে?** [২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক গ্রামীণ নরনারীর প্রণয় সংবলিত উপাখ্যানকে খ লোক সাধারণের কল্যাণে দেবতার স্তুতিমূলক রচনাকে
গ লোকের মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী, ছড়া, গান ইত্যাদিকে ঘ গ্রামের অশিক্ষিত ও অখ্যাত লোকের সৃষ্ট রচনাকে — গ

গীতিকা বা Ballad

Ballad মানে গীতিকা। Ballad শব্দটি ফরাসি Ballet থেকে এসেছে। প্রাচীনকালে ইউরোপে নাচের সঙ্গে এক ধরনের গান গাওয়া হতো যা Ballet হিসেবে পরিচিত ছিল। বাংলায় Ballad বা গীতিকা হচ্ছে একশ্রেণির আখ্যানমূলক লোকগীতি। উপকথা, লোকগীতি, রূপকথা, ছড়া একশ্রেণির আখ্যানমূলক লোকগীতি বাংলাসাহিত্য 'গীতিকথা' নামে অভিহিত।Ballad বা গীতিকার প্রধান শাখা হলো– ১. মৈমনসিংহ গীতিকা ২. পূর্ববঙ্গ গীতিকা ৩. নাথ গীতিকা।

ময়মনসিংহ গীতিকা

- ময়মনসিংহ গীতিকা ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বাংশে ময়মনসিংহের বিল হাওর নদী অঞ্চলের জনগণের রচনা। চন্দ্র কুমার দে ময়মনসিংহ গীতিকার পালাগানগুলোর সংগ্রাহক। এর কাহিনীগুলো হলো- মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা, দেওয়ানা মদিনা।
- মনসুর বয়াতি রচিত 'দেওয়ানা মদিনা' পালাটি ময়মনসিংহ গীতিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিসাবে সমাদৃত। বানিয়াচঙ্গের দেওয়ান সোনাফরের পুত্র আলাল ও দুলালের বিচিত্র জীবন কাহিনী এবং দুলাল ও গৃহস্থকন্যা মদিনার প্রেমকাহিনী দেওয়ানা মদিনার বিষয়বস্তু।
- গীতিকাগুলোর মধ্যে মহুয়া পালাটিতে ময়মনসিংহ গীতিকার বৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে। পালাটির রচয়িতা দ্বিজ কানাই, সংগ্রহ ও বর্ণনা করেছেন পল্লিকবি জসীমউদদীন।
- গদ্যের মাধ্যমে কাহিনী বর্ণিত হলে তাকে লোককথা বা লোককাহিনী বলে। ইংরেজিতে একে বলে Folklore.
- রূপকথায় নানা অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য ঘটনা ভীড় করে। বাস্তব রাজ্যের সাথে এর সম্পর্ক নেই। ইংরেজিতে রূপকথাকে বলে Fairy Tales. দক্ষিণারঞ্জন মিত্রের সংগ্রহের রূপকথার নাম 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর রূপকথা সংগ্রহের নাম 'টুনটুনির বই'।

মৈমনসিংহ গীতিকার নাম	রচয়িতা
মহুয়া (চরিত্র: নদের চাঁদ, মহুয়া)	দ্বিজ কানাই
মলুয়া (চরিত্র: মলুয়া, চাঁদ বিনোদ)	চন্দ্রাবতী
কমলা	দ্বিজ ঈশান
দস্যু কেনারামের পালা	চন্দ্রাবতী
দেওয়ানা মদিনা (চরিত্র: আলাল, দুলাল, মদিনা)	মনসুর বয়াতি
দেওয়ান ভাবনা	চন্দ্রাবতী
কাজলরেখা	অজ্ঞাত
চন্দ্রাবতী	নয়ানচাঁদ ঘোষ
কঙ্ক ও লীলা	দমোদর, রঘুসুত, নয়াচাঁদ ঘোষ
রূপবতী	অজ্ঞাত

পূর্ববঙ্গ গীতিকা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত হয়ে চারখ- পূর্ববঙ্গ গীতিকা প্রকাশিত হয়। তাতে গীতিকার সংখ্যা ৫৪টি। এছাড়া ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের সম্পাদনায় সাত খ- প্রকাশিত হয়েছে প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা।

দীনেশচন্দ্র সেন ও ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত পূর্ববঙ্গের গীতিকাগুলোর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক গীতিকা (সংখ্যা: ৩৯) মৈমনসিংহ অঞ্চল থেকে; বাকিগুলো সিলেট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেন।

উল্লেখযোগ্য পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলো হলো– • চৌধুরীর লড়াই • নিজাম ডাকাতের পালা • পরীবানুর হাঁহলা • কমল সদাগর • সুজা তনয়ার বিলাপ • নুরুন্নেহা ও কবরের কথা • কাফন চোরা • ভেলুয়া।

নাথ সাহিত্য/শাক্ত পদাবলি

- বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে নাথ ধর্মের কাহিনী অবলম্বনে রচিত আখ্যায়িকা কাব্য নাথ সাহিত্য নামে পরিচিত। নাথ সাহিত্য ব্যালাড বা গীতিকা হিসেবেও পরিচিত। এ সাহিত্য লোক সাহিত্যধর্মী এবং শিল্প সাহিত্যধর্মী রচনা ছিল না।
- আদিনাথ শিব, মীননাথ, হাড়িপা, কানুপা- এই চারজন সিদ্ধাচার্যের মাহাত্ম্যসূচক অলৌকিক কাহিনী অবলম্বনে নাথ সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। নাথ সাহিত্যে আদিনাথ শিব, পার্বতী, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কানুপা, ময়নামতি ও গোপীচন্দ্রের আখ্যান প্রভৃতি সাহিত্যিক নিদর্শন হিসেবে উল্লেখযোগ্য।
- ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে জর্জ গ্রিয়ার্সন রংপুর থেকে সংগৃহীত একটি গীতিকা 'মানিক রাজার গান' নামে প্রকাশ করেন। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ শেখ ফয়জুল্লাহর 'গোরক্ষবিজয়' আবিষ্কার করেন। গোরক্ষনাথের মহিমা কাহিনী এবং ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রের আখ্যান নাথ সাহিত্যের সাহিত্যিক নিদর্শন হিসেবে উল্লেখযোগ্য।
- নাথ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন শেখ ফয়জুল্লাহ, শ্যামদাস সেন, ভীম সেন, ভবানী দাস, শুকুর মুহম্মদ, দুর্লভ মল্লিক।
- **শাক্ত পদাবলি:** খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ-এয়োদশ শতকে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের পাশাপাশি শাক্তধর্মের উদ্ভব ঘটে। শাক্ত পদাবলি শক্তি বিষয়ক গান। এর প্রধান রস বাৎসল্য যা ১২ টি পর্যায়ে এবং দুটি ধারায় বিভক্ত। রামপ্রসাদ সেন এ ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হলো 'বিদ্যাসুন্দর', 'কালীকীর্তন'।

শেখ ফয়জুল্লাহ

ষোল শতকের কবি শেখ ফয়জুল্লাহ হলেন নাথ সাহিত্যের সুবিখ্যাত কবি। তার প্রধান কাব্যগ্রন্থ হলো 'গোরক্ষবিজয়'। 'ভারত পাঁচালী' রচয়িতা কবীন্দ্র দাসের মুখে গল্প শুনে কবি ফয়জুল্লাহ তার কাব্যটি রচনা করেন। এটি সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেছেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। এছাড়াও তিনি গাজীবিজয়, সত্যপীরের পাঁচালী, জয়নবের চৌতিশা ইত্যাদি কাব্য রচনা করেন।

কবি	সাহিত্যকর্ম
শেখ ফয়জুল্লাহ	গোরক্ষবিজয়
শ্যামদাস সেন	মীনচেতন
ভীমসেন রায়	গোর্খবিজয়
ভবানী দাস	ময়নামতির গান
শুকুর মাহমুদ	গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস